দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ JAN. 4 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

অবৈধভাবে নোট বই দেদারসে বিক্রি হচ্ছে এদেশের বহু পাঠ্যবই মুদ্রিত হয় ভারতে

কুমিল্লা থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ এদেশের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম, প্রতারণা ও পুঞ্জিভূত সমস্যা বিরাজমান। ১৯৮০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথম শ্রেণী হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য পুস্তকের নোট বই মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণের ওপর কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেও বর্তমানে তা অমান্য করে নোট বই সর্বত্র দেদারছে মুদ্রণ ও বিক্রি হচ্ছে। এসব মুদ্রিত নোট বইয়ে উল্লেখিত মুদ্রাকর ও প্রকাশকের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় না। ভুয়া নামে প্রকাশিত এসব ভুলভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ নোট বইয়ের মূল্যও অস্বাভাবিক থাকে।

সরকারীভাবে নোট বই বিক্রি অবৈধ বিধায় একশ্রেণীর অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ী এসব নোট বই গাইড বই বা সাজেশান নামে দেদারছে বিক্রি করছে। মূলত এদেশে নোট বই বিক্রি নিষেধ সংক্রান্ত আইন বলবৎ থাকলেও তার কোন প্রয়োগ নেই বা কেউই মানছে না।

অপর দিকে বাংলাদেশে অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক, ধারাপাত, শিশুদের শিক্ষার বইসহ সকল বিষয়ের ওপর বইপত্র প্রতিবেশী ভারত হতে আমদানী বা অবৈধভাবে মুদ্রিত হয়ে এদেশে সয়লাব হচ্ছে। এদেশের মুদ্রণ শিল্পে কাঁচামালের ওপর মাত্রাতিরিক্ত কর আরোপের কারণেই বিশেষত প্রধান উপকরণ সাদা কাগজ আমদানীতে অতিরিক্ত পরিমাণে ৫১ দশমিক ৩৭ ভাগ ট্যাক্স দিতে হচ্ছে এবং মুদ্রিত কাগজ বা বইপত্র আমদানীতে মাত্র ৫ দশমিক ৫ ভাগ ট্যাক্স বিধায় সব প্রকারের বইপত্র ভারত থেকে মুদ্রণ করে এদেশে আমদানীতে প্রচুর টাকা মুনাফা করা যায়। ফলে, এদেশের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরদিকে সরকার কোটি কোটি টাকা জাতীয় রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণের স্বার্থে এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা একান্তই প্রয়োজন।